নির্দেশকের ভাবনায়

তিনি 'নাকি' বাংলায় প্রথম 'ব্রেশট' মঞ্চে করেছিলেন। কেউ কিছু বলেনি, মনেও রাখেনি। তিনি 'নাকি' বাংলায় প্রথম 'আর্থার মিলার' করেছিলেন। কেউ কিছু বলেনি, মনেও রাখেনি। তিনি নাকি প্রথম মঞ্চে 'কিমিতিবাদী' নাটক করেছিলেন। কেউ কিছু বলেনি, মনেও রাখেনি এবং তিনি সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে 'বারবধূ' করলেন। লোকে অনেক কথা বলল। এবং মনেও রাখল। তাঁকে 'একঘরে'-ও করা হল।

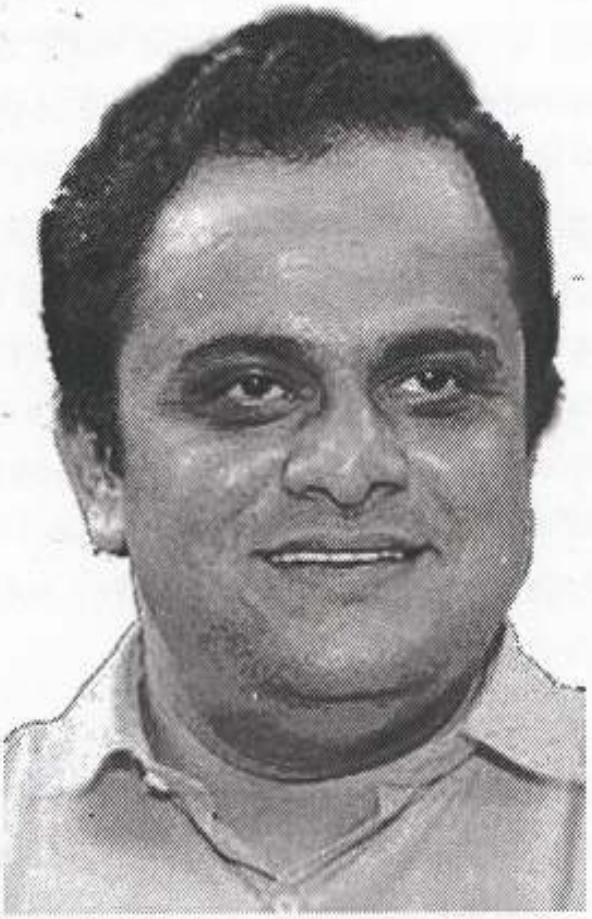

ব্রাত্য বসু

কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমাদের এই থিয়েটারে তাঁর নাম অমিয় চক্রবর্তী। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক। প্রযোজনা পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ। প্রতি রবিবার টালাপার্কে (নর্দান এ্যাভিনিউতে তিনি থাকতেন) নিয়মিত অভিনয় করবে। নতুন থিয়েটার মঞ্চে নতুন নিরীক্ষা। শুধু থিয়েটারের আঙ্গিকে এর বিষয়বস্তু বা নাট্যভাষা-টাষার জাতীয় নিরীক্ষা নয়, একেবারে থিয়েটারকে 'ব্যবসা'-র মতো স্থূল শব্দের , নিরিখে ফেলে নিরীক্ষা। যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন। অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু তিনিই প্রথম গ্রুপ থিয়েটার নামক বৌদ্ধক নিরীক্ষাময় 'দ্বীপ'-টিতে এই একক অভিযান চালান এবং কলম্বাসের. রত্নখনি আবিষ্কার করেন।

গবেষক লিখছেন, 'এমন কোনো ফিল্মের নাম করতে পারেন যেটা নাকি গ্রেস-এও হাউসফুল যাবে, নিউ এম্পায়ারেও হাউসফুল যাবে আবার নন্দন-এও হাউসফুল হবে। ফিল্মের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, নাটকের কথাই বলি—এমন কোনো নাট্যপ্রযোজনা দেখাতে পারেন যেটা তপন থিয়েটারেও হাউসফুল, আকাদেমিতেও হাউসফুল, আবার বিজন থিয়েটারেও হাউসফুল? না, দেখাতে পারবেন না। 'বারবধূ'র ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ঘটেছিল। প্রতাপ মঞ্চে হাউসফুল, কলামন্দিরে হাউসফুল, আবার আকাদেমিতেও হাউসফুল। এক-আধখানা শো হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু রেকর্ড বলছে প্রতাপ বাদ দিন, আকাদেমি-কলামন্দিরে 'বারবধূ'-র যতগুলো শো হয়েছিল—সব শো-ই হাউসফুল ছিল। কেন?' মোট কটা শো হয়েছিল 'বারবধূ'-র? ১৮০০ রজনী। কত লোক দেখেছিল এ নাট্য? আনুমানিক বিশ লক্ষ। গবেষক জানেন লোকে বলবে অশ্লীলতার কারণে বা 'ব্লো-হট, ব্লো হটেস্ট' মার্কা সুড়সুড়ি দেওয়া বিজ্ঞাপনের কারণে এতগুলো রজনী চলেছে। অথচ এর থেকেও বেশি যৌনতা দেখানো, ক্যাবারে নাচানো থিয়েটার তখন মঞ্চে। এতগুলো অভিনয় তো দূরস্থান, এর অর্ধেক 'রজনী'ও পার করতে পারেনি। গবেষক তাই লিখছেন তাঁর বইয়ের শেষে 'কিন্তু আজও কি ফিরে তাকানোর সময় আসেনি? স্রেফ 'বারবধূ' করার অপরাধে অসীম চক্রবর্তীকে কবর চাপা দিয়ে রাখার ন্যাকামো আমাদের মানায় কী? যে নাটক একটানা ১৮০০ রজনী অভিনীত হয়েছে তা কি শুধু বিজ্ঞাপনের প্ররোচনায়? নাকি, গভীরতর কোনো নাট্যব্যঞ্জনাও বিদ্যমান ছিল? নৈর্ব্যক্তিক গবেষণার দাবি করে না?'

গবেষকের নাম অসীম সামন্ত। বইটির নাম 'কোনও এক নাট্যকর্মী অসীম চক্রবর্তী সম্পর্কে দু'একটি কথা'। যে বইতে প্রথম পেয়েছিলাম এই থিয়েটারটির চিন্তাবীজ। যাতে অসীম সামন্ত জানাচ্ছেন, এমনকি বাংলা মঞ্চে প্রথম দস্তয়ভস্কি-কে এনেছিলেন অসীম চক্রবর্তীই। অ্যালবেয়ার কামুর 'ক্যালিওলা'র প্রথম মঞ্চভাবনাও অসীমেরই। শ্যামল ঘোষ অসীম চক্রবর্তী সম্পর্কে জানাচ্ছেন, 'আসলে অসীম না জানত এমন সাবজেক্ট ছিল না—সব ব্যাপারেই বিপুল পড়াশোনা ছিল অসীমের। সত্যি বলতে পড়াশোনার ব্যাপারে অসীম ছিল প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ—আজ আমেরিকায় টেনিসি উইলিয়ামস কি নীল সিমনের যে নাটকটা পাবলিশ হল; ফ্রান্সে কামু কি জঁ জেনের যে নাটক বেরুল সাতদিনের মধ্যেই ওর সেটা পড়ে ফেলা চাই।'

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি আগেই পড়া ছিল। অসীম সামন্ত-র বইটি আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখাল। আর এ সময়ই প্রায় দৈববাহী হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গ-র কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর ইচ্ছে তাঁর দলের হয়ে আমি একটি থিয়েটারের নির্দেশনার কাজ করি। আমি তাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসটির কথা বললাম। বললাম, মৌচাকে প্রথম ঢিলটি মেরেছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ই। যখন তিনি 'বারবধূ'-র হাজার রজনীতে (মাত্র ১১৪৪ দিনে—'বারবধূ' প্রথম অভিনয় হয়েছিল উনিশশো বাহাত্তরের ১৫ আগস্ট আর হাজারতম অভিনয়টি হয় উনিশশো পঁচাত্তরের ৩ অক্টোবর) 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা বিশেষ 'বারবধূ' সংখ্যা হিসেবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন। ওই বছরেই অর্থাৎ উনিশশো পঁচাত্তরে অধুনালুপ্ত 'অমৃত' পত্রিকায় শ্যামল ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন জীবন্ত অসীমের ছায়াবলম্বনে উপন্যাস 'অদ্য শেষ রজনী'।

উনিশশো ছিয়াত্তর পর্যন্ত চলল সেই ধারাবাহিক। সাতাত্তরে পুস্তক আকারে প্রকাশ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ই তাহলে সেই প্রথম কালাপাহাড়, যিনি কথাসাহিত্য এবং সাংবাদিকতার জগৎ থেকে এসে গ্রুপ থিয়েটারের সৌখীন, ফিনফিনে, মার্জিত এবং পারস্পরিক দংশনের ভেতরে পড়ে যাওয়া অসীম অভিমন্যুটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্যামল যেমন লিখেছিলেন, 'তখন তার সামনে অনিশ্চিত মহাসাগর। ওপরে ওঠা, উঠতে গিয়ে পিছলে পড়া, পড়ে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাওয়া—এইসব নিয়েই আসলে এই ওঠাপড়ার পৃথিবী ও জীবনের সাইনবোর্ড।' 'অদ্য শেষ রজনী' নাট্যটি সেই সাইনবোর্ডেরই এক আগ্নেয়গিরি।

ইন্দ্রজিৎ চাইছিলেন শ্যামলের উপন্যাসটির নাট্যরূপ আমি দিই। কিন্তু সময় কই? দু'হাজার পনেরোর পুজোর আগে। বাতাসে তখন শারদীয়া গন্ধ। অল্প হিম পড়বে পড়বে করছে। আমি ব্যস্ত হয়ে আছি মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটারের প্রযোজনা শেকস্‌পিয়ার অবলম্বনে 'মুম্বাই নাইটস্' আর জেলার দল নৈহাটি ব্রাত্যজন-এর প্রথম নাট্য ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র অবলম্বনে 'মেঘে ঢাকা তারা' নিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের মতোই নাছোড়বান্দা। অগত্যা আমি প্রভঞ্জন অর্থাৎ 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নাটক রচয়িতা বন্ধুবর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করলাম। ইন্দ্রজিৎই উজ্জ্বলের অন্য এক আস্তানা ঠিক করে দিলেন। সেখানে উজ্জ্বল আত্মগোপন করে লিখতে শুরু করলেন।

সাতদিনের মধ্যে নাট্যরূপ তৈরি। অসাধারণ মুন্সিয়ানায় লেখা। কিন্তু একটু বড়। নাট্যের চলতি সময়ের ধারণার থেকে অনেকটাই বেশি। অগত্যা আমি পরিমার্জনা করতে শুরু করলাম। আরও দিন সাতেক গেল। নাটকটির একটি চেহারা অবশেষে আমরা ধরতে পারলাম। উজ্জ্বলও সানন্দে অনুমতি দিলেন। শুরু হল পরপর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আসা। এলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কিতা মাঝি, সত্রাজিৎ সরকার। ইন্দ্রজিতের দলের ছেলেমেয়েরা তো ছিলেন-ই। তাও মনে হল আরও কিছু ছেলেমেয়ের দরকার হবে। ইন্দ্রজিৎ একটি বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে। অনেকে আবেদন করলেন। তাদের থেকে প্রাথমিক বাছাই-এর কাজটি করলেন উজ্জ্বল নিজে আর সঙ্গীতা পাল ও কৌশিক কর। অবশেষে চূড়ান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। ইন্দ্রজিৎ, উজ্জ্বল ও আমি ছিলাম গ্রহীতার তালিকায়। মঞ্চ করলেন দেবাশিস, আলো সুদীপ, পোশাক সঙ্গীতা, রূপসজ্জা মহঃ আলি, মঞ্চনির্মাণ ডি-ময়, আবহ দিশারী, শব্দ অনিন্দ্য। ছবি তুললেন অভিজিৎ নাথ, বিজ্ঞাপনী প্রচারের অলংকরণ করলেন হিরণদা—হিরণ মিত্র। সবার সমবায়িক প্রচেষ্টায় ও ইন্দ্রজিতের প্যাশনেট সহযোগিতায় তৈরি হল 'অদ্য শেষ রজনী'। দর্শকের কাছে এ প্রযোজনা প্রথম যাচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-তে। মোহিত মৈত্র মঞ্চ যাকে আমি মনে করি কলকাতার সেরা একটি অডিটোরিয়াম অথচ প্রধানত অজ্ঞাতনামা, অচেনা এবং অদেখা, তাতে শুরু হতে যাচ্ছে এই নবনিরীক্ষা। থিয়েটারের দিক থেকেও, নতুন স্পেসের দিক থেকেও অভিনব এই নিরীক্ষা। ইন্দ্রজিৎ তো বটেই সাহস যোগালেন সম্ভবত সেই মানুষটি—বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম 'একঘরে', প্রথম 'অচ্ছুত', প্রথম 'ব্রাত্য'—শ্রী অসীম চক্রবর্তী। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে উনিশশো একাশিতে মৃত্যু হয়েছিল যাঁর, শোকে তাপে, বেঘোরে, অশান্তিতে এবং উন্মার্গগামী চিন্তার প্রকোপে যিনি নিজের জীবন বাজি লাগিয়েছিলেন, থিয়েটারে হরপ্পার সেই কালো ঘোড়ার মতোই যাঁর জীবনে ক্রমে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল একটিই ধ্রুবপদ—তাঁর নাম 'মৃত্যু'। আমাদের এই থিয়েটারে সেই ধ্রুবপদটির ব্যালাড গাঁথা আমর্ম বেজেছে। সেই মৃত্যু। সাংঘাতিক শিষ্টরীতি তাঁর। আর তারপর? গবেষক লিখছেন তাঁর বইতে, 'তাই শেষকৃত্যে এক কেতকী দত্ত ছাড়া আর কোনো নাট্যব্যক্তিত্বই আসেন নি। এমনকি এককালের প্রিয় বন্ধুরাও না। সেই '৭২-৭৩ থেকেই তাঁরা তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন আস্তাকুঁড়ে—আর ঘুরেও তাকান নি।"

এই থিয়েটারের সংলাপের মতোই তাই কবি তুষার রায়কে ধার করে বলতে পারি, 'ছাই ঘেঁটে দেখে নিও সাচ্চা থিয়েটার ছিল কিনা।'